কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 24 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৫ ...

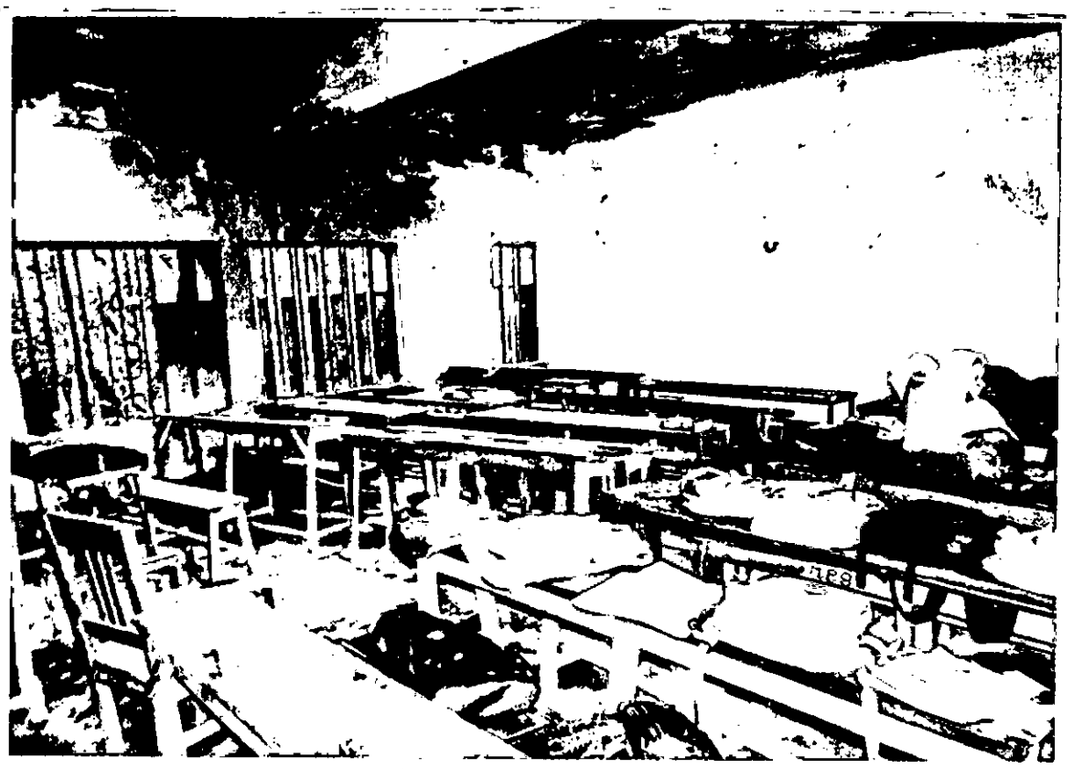

ক্লাসরুমের ছাদ দেখেই অনুমান করা যায় কতটা ঝুঁকিতে ক্লাস করে শিক্ষার্থীরা। ছবিটি রূপগঞ্জ মুড়াপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তোলা।

ছবি : কালের কণ্ঠ

রূপগঞ্জ মুড়াপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

ভয়ংকর ক্লাসরুম!

রাসেল আহমেদ, রূপগঞ্জ ▷

রূপগঞ্জের শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী মুড়াপাড়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ৯০০ কোমলমতি শিক্ষার্থী। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। যেকোনো সময় ফেটে যাওয়া ভবনটি ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথচ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদাসীন রয়েছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নিচতলার জীর্ণ ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে। দোতলার ছাদ ঝুঁকিতে থাকায় সেটি ভেঙে টিনের চাল তৈরি করা হয়েছে। চলতি বছর কয়েক বারের মৃদু ভূকম্পনে ভবনটিতে আরো একাধিক ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এসব কারণে আকাশে ঝড়-বৃষ্টি দেখলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। বৈরী আবহাওয়ার সময় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের কারণে অনেক শিক্ষার্থী স্কুল ফাঁকি দেয়।

জানা গেছে, ১৯০১ সালে ৪ একর ৬৬ শতাংশ জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টি। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৩৫ জন। ২০০৬ সালে বুয়েটের প্রকৌশলীরা বিদ্যালয়ের দুটি ভবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করেন। পরে গত বছর একটি ভবন ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ অপর ভবনটিতে এখনো ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। ওই ভবনে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঁচটি শাখায় ৬০০ এবং দশম শ্রেণিতে ৩০০ ছাত্রছাত্রী ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে।

প্রধান শিক্ষকের কক্ষটিতেও বড় বড় ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া নিচতলার ফ্লোরের অনেক জায়গা দেবে গেছে। ছাদ চুইয়ে পানি পড়া সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। জীর্ণ ছাদের অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ছে। এ ছাড়া ভবনের ফাটলে ফাটলে বিভিন্ন ধরনের আগাছা জন্ম নিয়েছে।

এ ব্যাপারে দশম শ্রেণির ছাত্রী ফাতেমা আক্তার কণা, সুমাইয়া আক্তার, ফারজানা আক্তার লিজা, সানজিদা স্বর্ণালী ইতি ও আফরীন জাহান মীম বলে, 'আমরা ক্লাস করি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। মনে হয় বিল্ডিং ধসে পড়ছে। ঝড়-বৃষ্টি হলে লেখাপড়া বাদ দিয়ে আল্লাহর নাম নেই। আর সুরা-কালাম পড়ি। সরকারের কাছে দাবি আমাদের স্কুলে যেন নতুন ভবন তৈরি করে দেয়।'

দশম শ্রেণির ছাত্র জাহিদ হাসান, ইসরাজ, রিজভী ও রাহাত আহম্মেদ বলেন, 'ঝড়-বৃষ্টির দিনে স্কুলে আসতে মা-বাবা বারণ করেন। বৃষ্টি-বাদল হলে স্কুলে ছাত্রছাত্রী কম আসে। এভাবে আর কত দিন আমরা জীবন হাতে নিয়ে লেখাপড়া করব?

কয়েকজন শিক্ষক জানান, ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে ছাত্রছাত্রীদের কান্নাকাটি শুরু হয়। এ ছাড়া স্কুল ভবনের যে ভয়াবহ অবস্থা নতুন ভবন না হলে পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। বিদ্যালয়টি রূপগঞ্জ উপজেলা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি পরীক্ষা, এসএসসি পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, এসএসসি, এসএসসি (ভোকেশনাল), এসএসসি (বাউবি) ও এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. ইয়াকুব আলী বলেন, ভবনটির অবস্থা খুবই খারাপ। তার পরও ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

অভিভাবক কমিটির সদস্য জেসপার আহম্মেদ ও আব্দুল কাদির বলেন, 'ভবনটি নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি। যেভাবে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। যেকোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।'